RESONANCE
Journal of Gazole Mahavidyalaya
ISSN- XXXX XXXX
www.gmg-resonance.com

মালদার ভূমিপুত্র শ্রী বিনয় কুমার সরকার-এর ভারতীয় সমাজ তত্ত্বে অবদান

Sreeparna Chakraborty
Assistant Professor, Department of Sociology, Gazole Mahavidyalaya
Malda, West Bengal, India, Email: sreeparnachakraborty94@gmail.com

Article History: Submitted on: **April 12, 2026**; Accepted on: **June 1, 2026**

সারসংক্ষেপ:

এই প্রবন্ধটি মালদহের কৃতি সন্তান এবং প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার-এর ভারতীয় সমাজতত্ত্বের বিকাশে অনন্য ও বৈপ্লবিক অবদানের একটি সামগ্রিক রূপরেখা প্রদান করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পরাধীন ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটে সরকার সমাজতত্ত্বকে কেবল একটি তাত্ত্বিক শাস্ত্র হিসেবে নয়, বরং 'দেশোন্নতির তত্ত্ব' এবং জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার অন্যতম স্তম্ভ ছিল ঔপনিবেশিক প্রাচ্যতত্ত্ব (Orientalism) এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ধারণার তীব্র সমালোচনা করা। তিনি তাঁর আকর গ্রন্থ 'The Positive Background of Hindu Sociology'-তে প্রমাণ করেন যে ভারতীয় সভ্যতা কেবল আধ্যাত্মিকতা-সর্বস্ব নয়, বরং বিজ্ঞান, রাজনীতি ও বস্তুবাদী প্রগতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক সরকারের 'প্রগতির তত্ত্ব' এবং তাঁর মৌলিক উদ্ভাবন 'সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা' (Creative Disequilibrium)-এর ধারণা সমাজ বিবর্তনের এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, যেখানে প্রগতিকে দ্বন্দ্ব ও নিরন্তর সংগ্রামের একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষা ও বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে তাঁর স্বদেশী আদর্শ এবং তৃণমূল স্তরে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকা তাঁকে এক অনন্য দেশপ্রেমিক সমাজতাত্ত্বিকের মর্যাদা দিয়েছে। পরিশেষে, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগেও তাঁর জাতীয়তাবাদী অথচ আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজদর্শন এবং অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণা পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হয়।

সূচক শব্দ:

বিনয় কুমার সরকার;
ভারতীয় সমাজতত্ত্ব;
প্রগতির তত্ত্ব;
সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা;
প্রাচ্যতত্ত্ব

ভূমিকা

মালদহের ভূমিপুত্র অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ইতিহাসে এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী নাম। বিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন তিনি সমাজতত্ত্বকে কেবল একটি তাত্ত্বিক বিদ্যা হিসেবে নয়, বরং জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস জাগরণের এক শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় সমাজতত্ত্বের জন্মলগ্নে যে কতিপয় গবেষণা ও রচনার মাধ্যমে এই শাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছিল, অধ্যাপক সরকারের কাজ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। তিনি উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক লড়াইয়ের মাধ্যমে এক স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অধ্যাপক সরকার বিশ্বদরবারে 'ভারতীয় সংস্কৃতির দূত' হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। তিনি 'সরকারবাদ' নামক এক বৈপ্লবিক প্রতিবাদী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন, যা তৎকালীন প্রচলিত উপনিবেশিক প্রাচ্যতত্ত্ব (Orientalism), ভারততত্ত্ব এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ধারণার তীব্র সমালোচনা করে নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রগতির দর্শন তৈরি করেছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর এই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং তাত্ত্বিক চিন্তা বর্তমানকালের সমাজতাত্ত্বিক পাঠ্যপুস্তকগুলিতে অনেকটা ম্লান বা বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিককালের কিছু

গবেষণায় অবশ্য পুনরায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাঁর বিপুল রচনাসম্ভারের মধ্যে বেশ কিছু কাজ ভারতীয় সমাজতত্ত্বের বিকাশে অপরিহার্য অবদান রেখেছে।

বিনয় কুমার সরকারের সমাজতাত্ত্বিক অবদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ হলো তাঁর *'প্রগতির তত্ত্ব'*। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই বস্তুবাদী সভ্যতা ও কর্মকাণ্ডের বীজ নিহিত রয়েছে। তাঁর মতে, ভারত কেবল আধ্যাত্মিকতার দেশ নয়, বরং অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পাথেয় করে এই সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে পাশ্চাত্যের মতোই প্রগতির অধিকারী হতে পারে। তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে, এই প্রগতি কোনো মসৃণ পথ নয়; এটি দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত এক গতিশীল প্রক্রিয়া, যাকে তিনি 'সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা' (Creative Disequilibrium) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মূলত, তাঁর সমগ্র বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল প্রখর জাতীয়তাবোধ এবং গভীর স্বদেশী আদর্শ। তিনি সমাজতত্ত্বকে 'দেশোন্নতির তত্ত্ব' হিসেবে গণ্য করতেন, যার লক্ষ্য ছিল পরাধীন জাতির আত্মগ্লানি কমিয়ে তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখানো। বিনয় সরকার বিশ্বাস করতেন যে, ভারত একদিন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং একটি যথার্থ আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বসেরার আসন লাভ করবে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে মালদার ভূমিপুত্র বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭–১৯৪৯) এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৭ সালের ২ ডিসেম্বর মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণকারী এই মনীষীর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে তাঁর গভীর জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উচ্চশিক্ষার বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন, যা তাঁর আপসহীন স্বদেশী মনোভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (Bandyopadhyay 2004)।

বিদেশি প্রলোভন ত্যাগ করে ১৯০৭ সালে তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ডন সোসাইটি'-র সক্রিয় সদস্য হিসেবে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার জেলায় জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা। শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য; বিশেষ করে মালদা জেলা শিক্ষা পরিষদসহ একাধিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি জাতীয়তাবাদী শিক্ষার ধারাকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিনয় সরকার বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছাড়া জাতির মুক্তি অসম্ভব। তাই দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে তিনি প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটি বিশেষ অর্থভাণ্ডার গঠন করেন ।

বিনয় সরকারের চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল তাঁর 'সৃজনশীল আদর্শবাদ' (Creative Idealism)। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'ন্যাশনাল এডুকেশন ইন বেঙ্গল' এবং প্রবন্ধ সংকলন 'সাধনা'-তে এই দর্শনের প্রতিফলন স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের সৃজনী শক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাসই পারে যাবতীয় নৈরাশ্য দূর করে জাতিকে নতুন আলোর পথ দেখাতে (Sarkar 1922)। মজার বিষয় হলো, প্রবল জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক বাণীর চেয়ে 'নয়া সংস্কৃতি'র আবাহনই সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রকৃত ভিত্তি। মূলত, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে এক তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক রূপ প্রদান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি আজও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক ।

সরকারবাদ

মালদহের ভূমিপুত্র বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭–১৯৪৯) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর এক অনন্যসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার মূলে ছিল এক সুগভীর আন্তঃশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ, মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কিংবা সমকালীন ইউরোপের সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত থাকলেও কোনো বিশেষ তত্ত্বে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে তিনি এক নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলেন, যা সমাজতাত্ত্বিক মহলে 'সরকারবাদ' (Sarkarism) নামে পরিচিত।

সরকারবাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো এরসমন্বয়ী প্রবণতা। বিনয় সরকার কোনো একটি নির্দিষ্ট মতবাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি একদিকে যেমন ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের তাত্ত্বিক গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, অন্যদিকে অকপটে ধনতান্ত্রিক আদর্শকেও

সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর দর্শনে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের কোনো সংঘাত ছিল না ; বরং এই দুইয়ের সহাবস্থানকেই তিনি প্রগতির ভিত্তি বলে মনে করতেন। এই সমন্বয়ী ভাবনার আরেকটি উজ্জ্বল দিক হলো আঞ্চলিকতা ও আন্তর্জাতিকতার মেলবন্ধন। মালদহ জেলার লোকসংস্কৃতি, বিশেষত 'গম্ভীরা' গানকে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপিত করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রান্তিক লোকসংস্কৃতিও বৈশ্বিক বা সর্বজনীন মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য (Sarkar 1937)। এই কারণেই তাঁকে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের 'সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত' (Cultural Ambassador) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তিনি রাষ্ট্রদর্শনকে নিছক বিমূর্ত তত্ত্বের পরিবর্তে এক জীবনমুখী সামাজিক দর্শন হিসেবে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, রাজনীতি কেবল যুক্তিনির্ভর নয়, বরং সেখানে মানুষের আবেগ বা 'ইমোশন'-এরও বিশাল ভূমিকা রয়েছে। অধ্যাপক শোভনলাল মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী , বিনয় সরকার রাজনীতির আলোচনায় ফ্রয়েড বা ইয়ুং-এর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের নিরিখে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন (Mukherjee 1971)।

সর্বোপরি, সরকারবাদে প্রগতি কোনো রৈখিক বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে (যেমন সাম্যবাদ) থেমে থাকা প্রক্রিয়া নয়। মার্কসীয় 'থিসিস - অ্যান্টিথিসিস-সিন্থেসিস'-এর মাধ্যমে এক চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছানোর ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কাছে প্রগতি হলো এক নিরন্তর সৃজনশীল ও গতিশীল প্রক্রিয়া। ভারতীয় ইতিহাসের মাহাত্ম্যকে তিনি কোনো আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের মোড়কে না দেখে এক মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দর্শনের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন , যা আজও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক।

ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসন্ধান

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় মনীষার যে দীপশিখা বিশ্ব-বুদ্ধিজীবী মহলে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, মালদার কৃতি সন্তান অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭–১৯৪৯) ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সমাজতত্ত্বকে তিনি কেবল পাঠ্যবইয়ের তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং একে দেখেছেন 'দেশোন্নতির তত্ত্ব' হিসেবে। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক অভিপ্সা ছিল পরাধীন ভারতের হীনম্মন্যতা দূর করে এক বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর ও আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের দিশারী হওয়া। বিনয় সরকারের চিন্তাধারার একটি প্রধান স্তম্ভ হলো 'ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসন্ধান', যেখানে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বান্দ্বিকতাকে নতুন এক আলোকসম্পাতে বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাজতাত্ত্বিক দোদুল্যমানতাবিনয় কুমার সরকারের সমাজতাত্ত্বিক পরিক্রমায় বিবর্তন ও উত্তরণের একটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ করা যায়। সমকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে একটি মৌলিক প্রশ্ন দীর্ঘকাল যাবৎ অমীমাংসিত ছিল—ভারত কি অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করবে, নাকি তার প্রাচীন সাবেকি ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে? অথবা এই দুই চরমপন্থার মাঝে কোনো মধ্যপন্থা বা সমঝোতার পথ বেছে নেবে? অধ্যাপক সরকার এই বিতর্কের গভীরে প্রবেশ করে তাঁর নিজস্ব তত্ত্বকাঠামো নির্মাণ করেন ।

তাঁর বিখ্যাত 'সাধনা' প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন। সরকার মনে করতেন , প্রতিটি জাতি ও সমাজের বিবর্তনীয় চরিত্র স্বতন্ত্র। ফলে এক সমাজের ব্যাধি নিরাময়ের ওষুধ অন্য সমাজের ওপর প্রয়োগ করা কেবল অবৈজ্ঞানিক নয়, বরং ক্ষতিকর। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষা, অর্থনীতি বা রাজনীতির সংস্কারে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মগ্ন ছিলেন। সরকারের মতে, এটি ছিল এক চরম ভ্রান্তি। কারণ, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ ও জীবনদর্শনের সঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য বর্তমান (Sarkar 1914)।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবচিন্তাধারার প্রাথমিক পর্যায়ে বিনয় সরকার প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহজগতকেই একমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে গণ্য করে এবং বস্তুগত সুখ-সমৃদ্ধিকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য মনে করে। এই সংকীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক ধারণাই পাশ্চাত্য সমাজে হিংসা , সংঘাত ও অনৈক্যের জন্ম দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিনয় সরকার মনে করতেন , পাশ্চাত্যের এই নৈতিক সংকটের মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তির অভাব। অন্যদিকে, ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা (সরকারের পরিভাষায় ভারত ও হিন্দু সমার্থক) ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু সভ্যতা কেবল জাগতিক সুখের পেছনে ছোটেনি, বরং সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। এই সমন্বয়ই হিন্দু সমাজকে জাগতিক ব্যর্থতা বা অসাম্যের মাঝেও মানসিক স্থৈর্য প্রদান করে।

'পজিটিভ' বা প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গিঅধ্যাপক সরকারের চিন্তার সবচেয়ে বৈপ্লবিক মোড় আসে তখন, যখন তিনি ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টদের (যেমন হেগেল, ম্যাক্সমুলার, মেইন বা ম্যাক্স ওয়েবার) প্রচারিত তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রচার করতেন যে, ভারত মূলত আধ্যাত্মিকতা ও পরলোকচর্চায় মগ্ন একটি স্থবির জাতি, যার মধ্যে ইহজাগতিকতা বা বিজ্ঞানের অভাব রয়েছে। ওয়েবারীয় সমাজতত্ত্বের এই আধিপত্যবাদী তত্ত্বকে সরকার কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

বিনয় সরকার তাঁর আকর গ্রন্থ *The Positive Background of Hindu Sociology*-তে দেখান যে, ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দুরা কেবল আধ্যাত্মিকতায় নয়, বরং যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারেও সমান পারদর্শী ছিল (Sarkar 1937)। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন: "ভারতবর্ষ ততখানিই বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী ছিল যতখানি ইউরোপ; আবার ইউরোপও ততখানিই নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক ছিল যতখানি ভারত।" সরকার মনে করতেন, এই 'আধ্যাত্মিক প্রাচ্য বনাম বস্তুবাদী পাশ্চাত্য' ধারণাটি আসলে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির একটি হাতিয়ার। এটি পরাধীন জাতিগুলোর মনে হীনম্মন্যতা জিইয়ে রাখার একটি কৌশল মাত্র।

শিল্প বিপ্লব ও বৈষম্যের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণবিনয় সরকারের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপের মানুষের জীবনদর্শন বা অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোনো আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত দুই মহাদেশের অগ্রগতির হার ছিল প্রায় সমান্তরাল। কিন্তু শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে ইউরোপ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়, আর ঠিক সেই সময়ই এশিয়া তথা ভারত ঔপনিবেশিক শোষণের শিকলে আবদ্ধ হয়।এই পিছিয়ে পড়া কোনো চিরস্থায়ী পশ্চাৎপদতা নয়, বরং এক সাময়িক বিপর্যয়। তিনি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে, বাণিজ্যের প্রসার এবং প্রযুক্তির আত্মীকরণের মাধ্যমে ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ খুব দ্রুত পাশ্চাত্যের সমান স্তরে উন্নীত হবে। তিনি এই প্রক্রিয়াকে দেখেছেন 'উন্নতির মহাপ্রয়াণ' হিসেবে, যেখানে ভারত একদিন বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণঅধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের সমাজতত্ত্ব ছিল আসলে এক মুক্তি-সংগ্রামের হাতিয়ার। তিনি সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে পরাধীন ভারতীয়দের মনে এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে, আমরা কোনো অংশে ইউরোপীয়দের থেকে কম নই। তিনি সমাজতত্ত্বকে প্রাচ্যতত্ত্ব বা 'ইন্ডোলজি'র বিকল্প হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন, যা কেবল প্রাচীন পুঁথি চর্চা নয়, বরং সমকালীন সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে।

তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল আধুনিক ও আন্তর্জাতিক। তিনি মনে করতেন, ভারত যদি তার নিজস্ব 'পজিটিভ' বা ইতিবাচক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষবাদী জীবনবোধকে গ্রহণ করতে পারে, তবেই সে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারবে। মালদার এই ভূমিপুত্রের সমাজতাত্ত্বিক দর্শন আজও আমাদের শেখায় কীভাবে শিকড়কে চিনে বৈশ্বিক প্রগতির পথে পা বাড়াতে হয়।

প্রগতির তত্ত্ব

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় যে কজন মনীষী সম্পূর্ণ মৌলিক এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছিলেন, মালদার সুযোগ্য সন্তান অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭–১৯৪৯) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে নিছক ধর্মতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করে একটি বস্তুনিষ্ঠ, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'প্রগতির তত্ত্ব' (Theory of Progress), যা সমকালীন ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা কাটিয়ে ভারতীয় সমাজকে এক নতুন আত্মপরিচয় দান করেছিল। বিনয় সরকারের এই তত্ত্ব কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং এটি ছিল পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এক বৌদ্ধিক সংগ্রাম।

বিনয় সরকার যখন তাঁর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু করেন, তখন বিশ্বজুড়ে সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মহলে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' বা ওরিয়েন্টালিজমের জয়জয়কার। হেগেল, ম্যাক্স মুলার, হেনরি মেইন এবং পরবর্তীকালে ম্যাক্স ওয়েবারের মতো পণ্ডিতরা প্রচার করেছিলেন যে, ভারতীয় সমাজ মূলত পরলোকমুখী, আধ্যাত্মিক এবং স্থবির। তাঁদের মতে, ভারতের সামাজিক কাঠামো—বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা এবং অতি-আধ্যাত্মিকতা—পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।

বিনয় সরকার এই 'ইউরো-কেন্দ্রিক' ধারণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান। তিনি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *The Positive Background of Hindu Sociology*-তে তথ্যপ্রমাণ সহকারে দেখান যে, প্রাচীন ভারত কেবল আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন ছিল না,

বরং শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা এবং বিজ্ঞানেও তা ছিল যথেষ্ট অগ্রসর (Sarkar 1937, 18-20)। তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অত্যন্ত জোরালোভাবে বস্তুবাদী। তাঁর মতে, ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলা হয়, তা কোনো মজ্জাগত গুণগত পার্থক্য নয়, বরং এটি একটি ঐতিহাসিক পর্যায় মাত্র। এই যুক্তির মাধ্যমেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে, যেহেতু ভারতীয় সমাজ ঐতিহাসিকভাবেই বস্তুবাদী ও সক্রিয় ছিল, তাই বর্তমানেও এর প্রগতির পথে কোনো জন্মগত বাধা নেই।

বিনয় সরকারের নিকট প্রগতি কোনো অলৌকিক বা সহজলভ্য বিষয় ছিল না। তিনি মনে করতেন, প্রগতির পথ অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ এবং এটি নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। একজন পরাধীন দেশের সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করা, যাতে ভারত পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

সরকারের মতে, প্রগতি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দু নয়, বরং এটি একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তির মানসিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই প্রগতির ধারণা নির্মিত হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে 'শুভ' এবং 'অশুভ' শক্তির দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে। বিনয় সরকারের দর্শনে, অশুভ শক্তি বা বাধাকে পুরোপুরি নির্মূল করা অসম্ভব; বরং মানুষের সার্থকতা নিহিত রয়েছে সেই বাধার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে। তিনি উপনিষদের 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই দর্শনের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যেখানে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রাই হলো প্রকৃত প্রগতি (Gupta 1994, 45)।

বিনয় কুমার সরকারের সমাজতত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং মৌলিক অবদান হলো তাঁর 'সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা' (Creative Disequilibrium)-র ধারণা। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক সমাজ বিবর্তনের একটি চরম বা অন্তিম লক্ষ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সরকার এই 'অন্তিম দশা' বা 'চরম শান্তি'-র ধারণাকে অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত প্রুশীয় রাষ্ট্রকে একটি চরম সত্য হিসেবে উপস্থাপিত করে। অন্যদিকে, মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজকে প্রগতির শেষ পর্যায় বা লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু বিনয় সরকারের মতে, সমাজ বিবর্তনের কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। কারণ, প্রগতি যেখানেই থামবে, সেখানেই স্থবিরতা দেখা দেবে। তাঁর মতে, জীবন মানেই হলো স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যখনই সমাজে একটি নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তার ভেতর থেকে নতুন কোনো দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গতি জন্ম নেয়, যা আবার নতুন এক সংগ্রামের সূচনা করে। এই যে অবিরত অস্থিরতা এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণা, একেই তিনি 'সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা' বলে অভিহিত করেছেন (Sarkar 1946, 112)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রগতি হলো দুটি বিপরীত অবস্থার মধ্যে অবিরাম বিরোধের এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া।

বিনয় সরকার কঠোরভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সেই আধিপত্যকামী তত্ত্বের সমালোচনা করেন যা ভারতীয়দের 'অক্ষম' হিসেবে তুলে ধরেছিল। হেনরি মেইন ভারতের গ্রামীণ সমাজকে স্বৈরতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেছিলেন যে, হিন্দু ধর্মের কর্মফলবাদ ও জাতিভেদ প্রথা ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশে বাধা দিয়েছে (Weber 1958)। সরকার তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এই বিশ্লেষণগুলো পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি যুক্তি দেন যে, ইউরোপীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বেও অনৈক্য, স্বৈরতন্ত্র এবং গোঁড়ামি ছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা প্রগতির অযোগ্য ছিল। সরকারের কাছে প্রগতি কোনো ভৌগোলিক বা জাতিগত একচেটিয়া অধিকার নয়, বরং এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফসল।

বিনয় কুমার সরকারের প্রগতির তত্ত্ব কেবল ভারততাত্ত্বিক গবেষণার অংশ নয়, বরং এটি ছিল বিশ্বজনীন সমাজতত্ত্বের এক নতুন দিগন্ত। তিনি প্রগতিকে অদৃষ্টবাদের হাত থেকে মুক্ত করে মানবিক কর্তৃত্ব ও যৌক্তিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর 'সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা'র তত্ত্ব আজও সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি আমাদের শেখায় যে কোনো সমাজই নিখুঁত নয় এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাই হলো মানব সভ্যতার জীবনীশক্তি। মালদার এই কৃতি সন্তান তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আত্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞানমনস্কতাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। আধুনিক ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর কাজ আজও অনুপ্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বিনয় কুমার সরকারের সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের মূলে রয়েছে এক অখণ্ড ও নিরন্তর প্রগতির ধারণা। তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, মানবসমাজের বিবর্তন কেবল দ্বন্দ্বের ইতিহাস নয়, বরং প্রগতির এক চিরন্তন ধারা। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 'প্রগতি' কোনো নির্দিষ্ট আধুনিক সমাজের একচেটিয়া সম্পদ নয় ; বরং সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই তা মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসেবে বিদ্যমান। সরকারের মতে, কোনো বিশেষ জাতি, ধর্ম বা অঞ্চলের ওপর প্রগতির মালিকানা ন্যস্ত থাকতে পারে না। প্রতিটি ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যেই প্রগতির সুপ্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে।

বিনয় সরকার প্রগতির এই ধারাকে একটি বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন, এক দেশের প্রগতির পথ ও পদ্ধতি অন্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। এক দেশের উন্নয়নের মডেল অন্য দেশে হুবহু কার্যকর নাও হতে পারে, কারণ প্রতিটি সমাজের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকে। তবে প্রগতির এই বহুত্ববাদী চরিত্রের মাঝেও তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি 'সরলরৈখিক প্রগতি' বা 'লিনিয়ার প্রগ্রেস'-এর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বারবার সর্তক করেছেন যে, প্রাচ্যের দেশগুলোকে যদি পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হতে হয়, তবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

বিনয় সরকারের সমাজতত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিমূর্ত চিন্তার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ। তিনি ভারতীয় সমাজকে নিছক আধ্যাত্মিকতার মোড়কে না দেখে অর্থনীতি ও রাজনীতির বাস্তব নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কাছে সমাজতত্ত্ব ছিল আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক উত্তরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তিনি কেবল একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না, বরং এক প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ভারত যদি বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সমান্তরাল সাফল্য অর্জন করতে পারে, তবেই বিশ্বদরবারে ভারতের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত, বিনয় কুমার সরকারের এই প্রগতিবাদী ও বাস্তবমুখী সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা আজও সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ গবেষণায় এক অমূল্য দিশারি হিসেবে স্বীকৃত।

তথ্যসূত্র

Bandyopadhyay, Brajendranath. 2004. *Binoy Kumar Sarkar*. Calcutta: Sahitya Sadhak Charitamala.

Gupta, Bela Dutt. 1994. "Benoy Kumar Sarkar and the Reconstruction of Indian Sociology." *Journal of the Indian Anthropological Society* 29 (1-2): 43–52.

Manjapra, Kris. 2014. *Age of Entanglement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mukherjee, Ramkrishna. 1979. *Sociology of Indian Sociology*. New Delhi: Allied Publishers.

Sarkar, Benoy Kumar. 1922. *The Futurology of Young Asia and Other Essays on Social and Economic Politics*. Leipzig: Markert & Petters.

Sarkar, Benoy Kumar. 1937. *The Positive Background of Hindu Sociology*. Allahabad: Panini Office.

Sarkar, Benoy Kumar. 1941. *Villages and Towns as Social Patterns: A Study of Processes and Forms in Interstitial Objectivism*. Calcutta: Chuckervertty Chatterjee & Co.

Sarkar, Benoy Kumar. 1946. *Social-Economic Theories of Benoy Sarkar*. Edited by Banesvar Dass. Calcutta: Chuckervertty Chatterjee & Co.

Sinha, Vineeta. 2017. "Benoy Kumar Sarkar (1887-1949)." In *Sociological Theory Beyond the Canon*, 303–335. Palgrave Macmillan. doi:10.1057/978-1-137-41134-1.

Weber, Max. 1958. *The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism*. Translated by Hans H. Gerth and Don Martindale. Glencoe, IL: Free Press.

বিষ্ণেশ কুমার, ও বিনয় কুমার সরকার। ১৯৮৪। *বিনয় কুমার সরকার: এক যুগান্তকারী সমাজবিজ্ঞানী*। কলকাতা: রেনেসাঁ পাবলিশার্স।

বেইলি, মার্টিন জে.। ২০২৩। "আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৈশ্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস: শ্রেণিবিন্যাস, সাম্রাজ্য এবং শেষ ঔপনিবেশিক ভারতীয় আন্তর্জাতিক চিন্তার ক্ষেত্রে।" *রিভিউ অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ*৪৯ (৩): ৪২৮–৪৪৭। doi:10.1017/S0260210522000419।

বোস, সুগত। ২০২৪। "তরুণ এশিয়ার সন্ধানে।" *এশিয়া আফটার ইউরোপ*গ্রন্থে, ৭৫–৮৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ভট্টাচার্য, স্বপন কুমার। ১৯৯০। *Indian Sociology: The Role of Benoy Kumar Sarkar*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার। ১৯৯৬। *The Sociology of Benoy Kumar Sarkar*। কলকাতা: কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি।

মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল। ২০২২। *ভারতের সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন*। (অনূদিত সংস্করণ)। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স।

সরকার, বিনয় কুমার। ১৯০৭। *জাতীয় শিক্ষা ও বাঙালি জাতি*। কলকাতা: ডন সোসাইটি প্রেস।

সাহা, সুহৃতা। ২০১৩। "বেনয় কুমার সরকার (১৮৮৭–১৯৪৯): ভাগ্যের সাথে এক মিলন।" *সোশিওলজিক্যাল বুলেটিন*৬২ (১): ৫।